

আল-মসিহ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

রুকু ৩

(১)তিনি আবার সিনাগোগে গেলেন। সেখানে এক লোক ছিলো, যার একটি হাত শুকিয়ে গিয়েছিলো।

(২)সাব্বাতে তিনি লোকটিকে সুস্থ করেন কিনা তা দেখার জন্য ফরিসিরা তাঁর ওপর ভালো করে নজর রাখতে লাগলেন, যেনো তারা তাঁকে দোষ দিতে পারেন। (৩)তখন তিনি যার হাত শুকিয়ে গিয়েছিলো, সেই লোকটিকে বললেন, “সামনে এসো।”

(৪)অতঃপর তিনি তাদের বললেন, “শরিয়ত অনুসারে সাব্বাতে ভালো কাজ না খারাপ কাজ করা উচিত? প্রাণ রক্ষা করা না নষ্ট করা উচিত?” (৫)কিন্তু তারা চুপ করে থাকলেন। তখন তাদের অন্তরের কঠিনতার জন্য তিনি গভীরভাবে দুঃখিত হলেন এবং রাগের সাথে তাদের দিকে তাকিয়ে দেখলেন ও সেই লোকটিকে বললেন, “তোমার হাত বাড়িয়ে দাও।” (৬)সে হাত বাড়িয়ে দিলো এবং তার হাত সম্পূর্ণ ভালো হয়ে গেলো। ফরিসিরা বেরিয়ে গেলেন এবং কীভাবে তাঁকে ধ্বংস করা যায়, সে-বিষয়ে তখনই হেরোদের লোকদের সাথে পরামর্শ করতে লাগলেন।

(৭)হযরত ইসা আ. তাদের ছেড়ে সাহাবিদেরকে সাথে নিয়ে লেকের পাড়ে চলে গেলেন। গালিলের বিরাট একদল লোক তাঁর পেছনে পেছনে চললো। (৮)তিনি যা-কিছু করছিলেন তার সবকিছু শুনে ইহুদিয়া, জেরুসালেম, ইদোম, জর্দানের ওপার এবং টায়ার ও সিডন শহরের চারদিক থেকে অনেক লোক তাঁর কাছে এলো। (৯)তিনি সাহাবিদেরকে তাঁর জন্য একটি নৌকা প্রস্তুত রাখতে বললেন, যেনো ভিড়ের জন্য লোকেরা চাপাচাপি করে তাঁর ওপর না পড়ে। (১০)তিনি অনেক লোককে সুস্থ করেছিলেন বলে রোগীরা তাঁকে ছোঁয়ার জন্য ঠেলাঠেলি করে তাঁর গায়ের ওপর পড়ছিলো। (১১)ভূতেরা যখনই তাঁকে দেখতো, তখনই তাঁর সামনে মাটিতে পড়ে চিৎকার করে বলতো, “আপনিই আল্লাহর একান্ত প্রিয় মনোনীতজন।” (১২)কিন্তু তিনি খুব কড়াভাবে তাদের হুকুম দিতেন, যেনো তারা তাঁর পরিচয় না দেয়।

(১৩)তিনি পাহাড়ের ওপর উঠলেন এবং নিজের ইচ্ছামতো কিছু লোককে তাঁর কাছে ডাকলেন। এতে তারা তাঁর কাছে এলেন। (১৪)অতঃপর তিনি বারোজনকে হাওয়ারি পদে নিযুক্ত করলেন, যেনো তারা তাঁর সাথে সাথে থাকেন ও (১৫)ভূত ছাড়ানোর ক্ষমতা পান এবং তিনি তাদের প্রচার করতে পাঠাতে পারেন। (১৬)যে-বারোজনকে তিনি নিযুক্ত করেছিলেন, তারা হলেন- হযরত সাফওয়ান রা., যার নাম তিনি দিলেন পিতর; (১৭)হযরত ইয়াকুব ইবনে জাবিদি রা. ও তার ভাই হযরত ইউহোন্না রা.- এদের নাম তিনি দিলেন বোয়ানের্গেস অর্থাৎ বাজের শব্দের পুত্রেরা- (১৮)হযরত আন্দ্রিয়ান রা., হযরত ফিলিপ রা., হযরত বর্থলময় রা., হযরত মথি রা., হযরত থোমা রা., হযরত ইয়াকুব ইবনে আলফিয়াস রা., হযরত থদেয় রা., দেশপ্রেমিক হযরত সিমোন রা. এবং (১৯)হযরত ইহুদা ইষ্কারিয়োট রা.- যিনি হযরত ইসা আ. এর সাথে বেইমানি করেছিলেন।

(২০)পরে হযরত ইসা আ. একটি ঘরে গেলে আবার এতো লোক একত্রিত হলো যে, তারা কিছু খেতেও পারলেন না। (২১)যখন তাঁর পরিবারের লোকেরা এ-খবর শুনলেন, তখন তারা তাঁকে নিয়ে যেতে এলেন; কারণ তারা বললেন, “ওর মাথা খারাপ হয়ে গেছে।” (২২)আর জেরুসালেম থেকে যে-আলিমরা এসেছিলেন, তারা বললেন, “ওকে বেলসবুলে পেয়েছে, আর ভূতদের রাজার সাহায্যেই ও ভূত ছাড়া।”

(২৩)তিনি সেই আলিমদের নিজের কাছে ডাকলেন এবং দৃষ্টান্তের মাধ্যমে তাদের বললেন, “শয়তান কেমন করে শয়তানকে তাড়াতে পারে? (২৪)কোনো রাজ্য যদি নিজের বিরুদ্ধে ভাগ হয়ে যায়, তাহলে তা আর টিকে থাকতে পারে না;

(২৫)এবং কোনো পরিবার যদি নিজের বিরুদ্ধে ভাগ হয়ে যায়, তাহলে সেই পরিবারও টিকতে পারে না।

(২৬)একইভাবে শয়তানও যদি নিজের বিরুদ্ধে দাঁড়ায় ও ভাগ হয়ে যায়, তাহলে সেও টিকতে পারে না এবং সেখানেই তার শেষ হয়। (২৭)একজন বলবানকে প্রথমে বেঁধে না রেখে কেউই তার ঘরে ঢুকে জিনিসপত্র লুট করতে পারে না; তাকে বাঁধার পর সে তার ঘর লুট করতে পারবে।

(২৮)আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, মানুষের সব গুণা এবং কুফরি ক্ষমা করা হবে (২৯)কিন্তু আল্লাহর রুহের বিরুদ্ধে কুফরি কখনোই ক্ষমা করা হবে না; নিশ্চয়ই সে জাহান্নামিদের অন্তর্ভুক্ত।” (৩০)কারণ তারা বলেছিলেন, “ওকে ভূতে পেয়েছে।”

(৩১)তাঁর মা ও ভাইয়েরা সেখানে এলেন এবং বাইরে দাঁড়িয়ে থেকে তাঁকে ডেকে পাঠালেন। (৩২)তাঁর চারপাশে তখন অনেক লোক বসে ছিলো। তারা তাঁকে বললো, “আপনার মা, ভাইয়েরা এবং বোনেরা বাইরে আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন।” (৩৩)তিনি তাদের বললেন, “কে আমার মা আর কারা আমার ভাই?”

(৩৪)যারা তাঁকে ঘিরে বসে ছিলো, তিনি তাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, “এই তো আমার মা ও ভাইয়েরা!

(৩৫)যারা আল্লাহর ইচ্ছা পালন করে তারাই আমার ভাই, বোন ও মা।”